দৈনিক ইত্তেফাক

১৫৩

তারিখ MAR 1 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

দ্বিতীয়

ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলন

১-২ মার্চ ১৯৯৯ ঢাকা, বাংলাদেশ

দ্বিতীয় ডি-এইট শীর্ষ সম্মেলনের প্রেক্ষাপট

উন্নয়নশীল অষ্টক (ডিভেলাপিং- এইট) এক জনপ্রিয় নামে ইতোমধ্যে পরিচিতি লাভ করেছে। 'ডি-এইট'। ১৯৯৭ সালের ১৫ জুন 'ইস্তাম্বুল ঘোষণার' মাধ্যমে এই সংস্থার জন্ম। বাংলাদেশ, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান ও তুরস্ক- এই আটটি উন্নয়নশীল দেশের সরকার প্রধানরা সংস্থার প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়ে এই ঘোষণাপত্র গ্রহণ করেছিলেন।

উৎস ও বিবর্তনঃ

২. প্রথম ডি-এইট শীর্ষ সম্মেলনের প্রারম্ভিক পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৯৬ সালের ২২ অক্টোবর তুরস্কে আট উন্নয়নশীল দেশের মন্ত্রী পর্যায়ের এক সম্মেলন হয়। পারস্পরিক সহযোগিতাই ছিল এই সম্মেলনের লক্ষ্য। এর ধারাবাহিকতায় একই বছর ৯ নভেম্বর, আঙ্কারায় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা পর্যায়ের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকগুলোই আসলে ডি-এইট গড়ে তোলার পথে অগ্রবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে ভূমিকা পালন করে। বৈঠকগুলোয় সুপারিশ করা হয় যে, উন্নয়নশীল আটটি দেশের মধ্যে সহযোগিতা ভিত্তিক একটি সংস্থা 'ডিভেলাপিং- এইট' (বা ডি-এইট) গড়ে তোলা যেতে পারে। একটি বাণিজ্য পর্ষদ গড়ে তোলার মাধ্যমে বেসরকারী ক্ষেত্রে সহযোগিতা (১), আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনা ও সহযোগিতা (২), অর্থায়ন ও ব্যাঙ্কিং (৩), বিনিয়োগের উন্নয়ন (৪), বৈজ্ঞানিক গবেষণা ক্ষেত্রে উন্নয়ন (৫) এবং কারিগরি ও শিল্প ক্ষেত্রে সহযোগিতা (৬)-সহ মোট উনিশ বিষয়ে সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়।

লক্ষ্য ও প্রাধিকারঃ

৩. ইস্তাম্বুল ঘোষণায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল লক্ষ্যে ডি-এইট'এর অনুসরণীয় নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত হয়-

* সংঘাতের স্থলে শান্তি, * বিবাদের স্থলে সংলাপ, * বিরোধের স্থলে সহযোগিতা, * দ্বৈত আচরণের পরিবর্তে সুবিচার, * বিভেদের পরিবর্তে সমতা, এবং * অবদমনের পরিবর্তে গণতন্ত্র।

৪. প্রকল্প উন্নয়ন ও সহযোগিতার জন্য চিহ্নিত হয় তেরোটি ক্ষেত্রঃ বাণিজ্য, শিল্প, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য; অর্থায়ন ব্যাঙ্কিং ও বিরাষ্ট্রীয়করণ, পল্লী উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও কারিগরি, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, কৃষি, জ্বালানি, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, পর্যটন এবং সংস্কৃতি ও ক্রীড়া।

৫. লক্ষ্যাভিসারী কার্যক্রম, প্রচেষ্টা ও সম্পদের বিবেচনায় প্রতিটি দেশ ন্যূনপক্ষে একটি ক্ষেত্রে 'লীড-কান্ট্রি' বা নেতৃত্বদানকারী দেশ হিসেবে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবে। যেমন-

বাংলাদেশ- পল্লী উন্নয়ন ও ক্ষুদ্র ঋণ
মিশর- বাণিজ্য ও শিল্প
ইন্দোনেশিয়া- দারিদ্র্য বিদূরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন
ইরান- বিজ্ঞান ও কারিগরি
মালয়েশিয়া- অর্থ, ব্যাঙ্কিং ও বিরাষ্ট্রীয়করণ
নাইজেরিয়া- জ্বালানি
পাকিস্তান- কৃষি
তুরস্ক- শিল্প ও স্বাস্থ্য।

একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত কিছু ক্ষেত্র

৬. নির্বাচিত হয়ঃ

অর্থায়ন, ব্যাঙ্কিং ও বিরাষ্ট্রীয়করণঃ তাকাফুল (বেসরকারী ক্ষেত্রে ইসলামী বীমা ব্যবস্থা)।

টেলিযোগাযোগ ও তথ্যঃ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে শিল্প ও কারিগরি ডাটা ব্যাঙ্ক নেটওয়ার্ক স্থাপন।

শিল্পঃ কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী বিমানের নক্সা প্রণয়ন, উন্নয়ন, উৎপাদন ও বিপণন।

বাণিজ্যঃ আন্তর্জাতিক বিপণন ও বাণিজ্যিক কোম্পানী গঠন।

'ডি-এইট' এর কার্যক্রমঃ ৭. 'ডি-এইট' তিন পর্যায়ে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে।

শীর্ষ সম্মেলনঃ

সদস্য দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানের সমন্বয়ে গঠিত এটি 'ডি-এইট'এর সর্বশীর্ষ অঙ্গ। শীর্ষ সম্মেলনে একটি বার্ষিক আয়োজন। প্রথানুযায়ী প্রতি শীর্ষ সম্মেলনের শেষে একটি ঘোষণাপত্র গ্রহণ করা হয়।

কাউন্সিলঃ সদস্য দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা এই কাউন্সিল বা পরিষদ গঠিত। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এটি 'ডি-এইট'এর দ্বিতীয় শীর্ষ সোপান। বিষয়সমূহের সবিস্তার ও আনুপুঙ্খ বিবেচনার পর কাউন্সিল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কাউন্সিলের সদস্যরা শীর্ষ সম্মেলনের আগে বৈঠকে মিলিত হন।

কমিশনঃ 'ডি-এইট'এর নির্বাহী পর্যায় হচ্ছে কমিশন। সংশ্লিষ্ট সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ কমিশনের সদস্য। প্রতিটি সদস্য দেশ কমিশনের সদস্য হিসেবে একজন কমিশনার নিযুক্ত করে। কমিশনাররা নিজ নিজ দেশে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন। এ পর্যন্ত কমিশনারদের ছ'টি অধিবেশন সম্পন্ন হয়েছে।

'ডি-এইট' কার্যকর্মের সমন্বয়ে সহায়তা প্রদান করেন একজন নির্বাহী পরিচালক। তুরস্ক ইস্তাম্বুলে 'ডি-এইট'এর অস্থায়ী সচিবালয় এবং একজন নির্বাহী পরিচালকের সার্ভিস প্রদান করে আসছে।

ঐকমত্যের ভিত্তিতে 'ডি-এইট' সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

ঢাকা শীর্ষ সম্মেলনঃ

৮. 'ডি-এইট' একটি সংস্থার অবয়বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এটিই প্রথম শীর্ষ সম্মেলন। ঢাকা শীর্ষ সম্মেলন হবে প্রতিপাদ্যভিত্তিক ও লক্ষ্যনির্ভর। আশা করা হচ্ছে, এই শীর্ষ সম্মেলনে 'ডি-এইট'এর উদ্বোধনী সম্মেলনের পর গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে এবং ভবিষ্যৎ সহযোগিতার দিক-নির্দেশনা দেবে।

৯. প্রথম শীর্ষ সম্মেলনের পর গৃহীত কতিপয় প্রধান কার্যক্রম হচ্ছে-

জলজ চাষবাস (অ্যাকুয়াকালচার)ঃ প্রতিটি দেশে একটি জাতীয় অ্যাকুয়াকালচার পরিবীক্ষণ কেন্দ্র (মনিটরিং সেন্টার) স্থাপন। এই কেন্দ্র জলজ কৃষি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও তথ্যের বিবরণ ও বিনিময়ের দায়িত্বে নিযুক্ত। পাকিস্তান এ ক্ষেত্রে সমন্বয়কারী দেশ হিসেবে নিয়োজিত বৈজ্ঞানিক, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারী সংস্থার একটি ডিরেক্টরী প্রস্তুত করার কার্যক্রম গ্রহণ করছে। এই ডিরেক্টরী সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের সহযোগিতা বৃদ্ধিতে মূল্যবান অবদান রাখবে।

এ সম্পর্কে একটি কর্মশালা ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বছর এ ক্ষেত্রে আরও কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

কৃষি ক্ষৈত্রিক বিমানঃ (এগ্রিকালচারাল এয়ারক্রাফট)ঃ তুরস্ক এ ক্ষেত্রে সমন্বয়কের ভূমিকায় রয়েছে। সদস্য দেশগুলোর প্রয়োজনের নিরিখে এই নক্সা প্রণয়ন চূড়ান্ত করা হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, সদস্য দেশগুলো এ ধরনের উড়োজাহাজের অংশবিশেষ তৈরীতে অংশগ্রহণ করবে। এ ধরনের বিমান উৎপাদন ও বিক্রির ভিত্তি হবে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক বিবেচনা।

দারিদ্র্য বিদূরণঃ সমন্বয়ক দেশ ইন্দোনেশিয়ায় ১৯৯৮ সালের ১৬ থেকে ১৯ জুন দারিদ্র্য দূরীকরণের ওপর একটি কর্মশালা হয়। এই কর্মশালায় দারিদ্র্য বিদূরণের নীতিমালা, কৌশল, প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন ও কর্ম-পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা হয়। ঢাকায় পরিকল্পনাসমূহ পর্যালোচনা ও ধারাবাহিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

টেলিযোগাযোগ, তথ্য, বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রঃ ইরানে অনুষ্ঠিত একটি কর্মশালার পর এ ক্ষেত্রে একটি শিল্প ও কারিগরি ডাটা ব্যাঙ্ক নেটওয়ার্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। এই প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ জালিকা (নেটওয়ার্ক) ব্যবস্থা গড়ে তুলবে এবং জাতীয় পর্যায়ের একটি নেটওয়ার্ক সেন্টার 'ডি-এইট' দেশসমূহের মধ্যে সংযোগ রক্ষার কাজ করবে। সর্বোত্তম দক্ষতা অর্জন ও কল্যাণ সাধনের ক্ষেত্রে তারা ওআইসি-নেট, এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ও অন্যান্য বিশেষায়িত নেটওয়ার্কের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

বাণিজ্যঃ 'ডি-এইট' দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার সবচে' সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র বাণিজ্য। আশা করা হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে সমন্বয়ক দেশ মিসর আগামী এপ্রিলে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের একটি বৈঠকের আয়োজন করবে। সহযোগিতার সম্ভাব্য ক্ষেত্র নির্ধারণের জন্য সরকারী-বেসরকারী উভয় সেক্টরের প্রতিনিধিত্ব এই বৈঠকে থাকবে। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যসুযোগ সৃষ্টির জন্য একটি আন্তর্জাতিক বিপণন ও বাণিজ্য কোম্পানী স্থাপনার প্রস্তাবও মিশর রেখেছে। বর্তমানে বিবেচনাধীন প্রস্তাবগুলোর মধ্যে আছে তুরস্কের পরামর্শক্রমে ব্যবসায় সেবা কেন্দ্র, ইরান প্রস্তাবিত যৌথ শিপিং কোম্পানী এবং মিশরের সুপারিশক্রমে 'ডি-এইট' গ্রুপের জন্য বাণিজ্যিক ডাটা বেইজ স্থাপন।

পল্লী উন্নয়নঃ সমন্বয়কারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ১৯৯৭ সালের ২০ থেকে ২২ ডিসেম্বর একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ মিটিংএর আয়োজন করে। এই সভায় কয়েকটি প্রকল্প পর্যালোচনার পর কতিপয় সুপারিশ পেশ করা হয়। অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর আগ্রহের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র পরিধিতে গ্রামীণ শিল্পায়ন জোরদার করার একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয় এখন বিবেচনাধীন রয়েছে। সদস্য দেশগুলোর অংশগ্রহণে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে বাংলাদেশ ও মিসর।

স্বাস্থ্যঃ ১৯৯৭ সালের জুন মাসে তুরস্ক ওয়ার্কিং গ্রুপের একটি সভা আহ্বান করে। সভার সুপারিশের ভিত্তিতে এইড প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের ওপর 'ডি-এইট' সহযোগিতা বিষয়ক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৮ সালে আঙ্কারায় এ সম্পর্কিত একটি সাব-ওয়ার্কিং কমিটির সভা হয়। সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবে মিসর ও তুরস্ক।

কৃষিঃ ১৯৯৭ সালের মে মাসে ওয়ার্কিং গ্রুপ কমিটির এক সভা হয়। খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে কৃষিক্ষেত্রে আরও পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

পরিবেশঃ এ ক্ষেত্রে সমন্বয়কারীর ভূমিকা গ্রহণের জন্য এগিয়ে এসেছে তুরস্ক। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমকে সকল দেশ তাদের কর্মপরিকল্পনার শীর্ষে স্থান দিয়েছে। ডি-এইট দেশগুলো এখন এক্ষেত্রে সহযোগিতার উপায় উদ্ভাবন করবে। সরকারী ও বেসরকারী খাত ও এনজিওদের এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হবে।

অর্থায়ন, ব্যাঙ্কিং ও বিরাষ্ট্রীয়করণঃ মালয়েশিয়া এক্ষেত্রে সমন্বয়কারী দেশের ভূমিকায় রয়েছে। ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালে অনুষ্ঠিত সভায় এক্ষেত্রে বর্ধিষ্ণু সহযোগিতার ব্যাপারে সুপারিশমালা গ্রহণ করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় মালয়েশিয়া বিশেষ বিশেষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

১০. অনেক নতুন প্রস্তাব এখন বিবেচনাধীন রয়েছে। এগুলোর কিছু কিছু সরকারী ও বেসরকারী খাতের বর্ধিত সহযোগিতার বিষয় সম্পর্কিত। যেমন, প্রস্তাব রয়েছে একটি বিজনেস ফোরাম ও একটি ফেডারেশন অব চেম্বারস অ্যান্ড কমার্স প্রতিষ্ঠার, বিশেষত ব্যবসায়ীদের বেলায় ভিসার ক্ষেত্রে বাধানিষেধ সহজীকরণ, দ্বৈত করারোপ পরিহারের আইনগত কাঠামো স্থাপন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও সুরক্ষা এবং ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে সহযোগিতা ইত্যাদি। এগুলো ছাড়া আরও প্রস্তাব বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হবে।

১১. যে কোনো শীর্ষসম্মেলনে যেমনটা হয়ে থাকে এই শীর্ষ সম্মেলনেও নেতৃবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হতে পারে। বৈশ্বিকীকরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ও গুরুত্বের সাথে আলোচিত হবে। যেমন, বহিঃপ্রভাবে উন্নয়নশীল দেশের সংবেদনশীলতা, বাণিজ্যক্ষেত্রে ব্যাপক উত্থান-পতন, আয়, কর্মসংস্থান, অর্থায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং অর্থনীতির বৈশ্বিকীকরণের ফলে সৃষ্ট সংকট। আলোচনার ফলাফল শীর্ষ সম্মেলনের শেষে প্রকাশিতব্য ঢাকা ঘোষণায় প্রতিফলিত হবে।

১২. এটি এখন এক স্বীকৃত বিষয় যে, সরকারী ও বেসরকারী খাত এখন একে অন্যের পরিপূরক ও পারস্পরিক বলবর্ধক। নির্দিষ্ট কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নের বেলায় বেসরকারী খাত সহযোগিতার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধিষ্ণুহারে এগিয়ে আসবে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যান্য সংস্থা ও এনজিওদের আরও সম্পৃক্ত করার বিষয়ও ভাবা হচ্ছে।

১৩. অভিন্ন কল্যাণে সহযোগিতা সম্প্রসারণই 'ডি-এইট' জোটের লক্ষ্য। এ পর্যন্ত অগ্রগতির প্রাথমিক মূল্যায়নে প্রতীয়মান হয় যে, সদ্যজাত এই সংস্থার জন্য প্রতীক্ষায় রয়েছে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাত্র দেড় বছরের মধ্যেই এই সংস্থা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। এ ধরনের অন্যান্য জোটের এ অর্জন মোটেই অনুল্লেখ্য বা অকিঞ্চিৎকর নয়। আগামীদিনগুলো নির্ভর করছে সদস্য দেশগুলোর ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে তাদের অনুসরণীয় পথ নির্বাচনের ওপর ❑